**শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন।**
**শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥**
**সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।**
**যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণং নাম সপ্তম-পরিচ্ছেদঃ।

অপেক্ষা মাধুর্য্যবিচারের পরাকাষ্ঠা তথা গোপিকাগণের অপার মহিমা এবং তন্মধ্যে শ্রীরাধারই কৃষ্ণবশীকারিত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা হইতে ক্রমশঃ গোপীনাথ তথা রাধানাথ-কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত করাইয়াছিলেন। তৎকালে মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও জীবের নিত্য বিষ্ণু-সেবকত্বের পরিচয় অস্বীকারদ্বারা শ্রীবিষ্ণুসেবা-বিনাশকারী মায়াবাদের যে ভীষণ প্রবলতা ছিল, এবং তাহাতে শ্রীনারায়ণ-সেবানিষ্ঠ প্রবোধানন্দপাদের যে-হৃদয় সতত সন্তপ্ত হইত, তাহা শ্রীগৌরসিন্ধু হইতে উদিত শ্রীরাধারস-চন্দ্রের কিরণে অর্থাৎ শ্রীরাধার বিষ্ণুসেবাচেষ্টার পরাকাষ্ঠা সন্দর্শনে পরমশীতল হইয়াছিল—ইহাতে কোন সংশয় নাই। সুতরাং কোনপ্রকারেই কাশীর শ্রীপ্রকাশানন্দ ও নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দকে একীকরণের প্রয়াস সিদ্ধ হইতে পারে না।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নামাপরাধীর সাত্ত্বিক বিকারাদি কেবল ছল-মাত্র। যিনি অকপটে চৈতন্য-নিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে সাক্ষাৎ নিরপরাধ করিয়াছেন। তখন তাঁহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়। শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে তদীয় সূত্রধৃত শেষলীলা বর্ণিত হইতে বাকী ছিল, শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণের আজ্ঞায়, শ্রীল মদনমোহনের আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজ গোস্বামী এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরের ইচ্ছায় নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তিরও যোগ্যতা-লাভ ঃ—

**বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।**
**প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥ ১ ॥**
**জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।**
**জয় জয় পরমানন্দ নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥**
**জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময়।**
**জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥ ৩ ॥**
**জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।**
**প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥ ৪ ॥**
**মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে।**
**পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥ ৫ ॥**

পঞ্চতত্ত্বের মাহাত্ম্য না মানিয়া পৃথক্ বুদ্ধিতে গৌর বা কৃষ্ণপূজা ঘোর অপরাধ ঃ—

**এ-সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।**
**তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥ ৬ ॥**
**এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।**
**কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥ ৭ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থ-লিখনরূপ নৃত্যকার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি।

৭। এই সব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না।

## অনুভাষ্য

১। যদিচ্ছয়া (যৎ যস্য চৈতন্যদেবস্য ইচ্ছয়া) অয়ম্ (অহং কৃষ্ণদাসঃ) জড়োঽপি (জড়সদৃশোঽপি) লেখরঙ্গে (গ্রন্থরচন-ক্রীড়াকার্য্যে) প্রসভং (হঠাৎ) চিত্রম্ (আশ্চর্য্যং যথা স্যাৎ তথা) নর্ত্ততে, তং [কৃপাময়ং] ভগবন্তং চৈতন্যদেবম্ [অহং] বন্দে (প্রণমামি)।

৭। তারে—তাহার প্রতি।

**পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ ।**
**বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥ ৮ ॥**

কৃষ্ণভক্তি বিনা গৌরভক্তি, গৌরভক্তি বিনা কৃষ্ণভক্তি—অভক্তি ঃ—

**কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি ।**
**চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥ ৯ ॥**

প্রভুর সন্ন্যাসলীলার হেতু ঃ—

**'মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ ।'**
**ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥ ১০ ॥**
**সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার ।**
**তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥ ১১ ॥**

মহাবদান্য গৌরে অভক্তি—আসুর-বৃত্তি ঃ—

**হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন ।**
**সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন ॥ ১২ ॥**

গৌর-নিত্যানন্দের ভজননিমিত্ত সকলকে কবিরাজ গোস্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ঃ—

**অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা ।**
**চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ ১৩ ॥**

প্রত্যক্ষ ও অনুমানবাদী তার্কিককেও উপদেশ ঃ—

**যদি বা তার্কিক কহে,—'তর্ক সে প্রমাণ ।**
**তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥' ১৪ ॥**

গৌরের দয়া সমস্ত দয়া অপেক্ষা অধিকতর চমৎকার ঃ—

**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ।**
**বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥ ১৫ ॥**

অপরাধ থাকিলে অসংখ্যবার কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন বৃথা ঃ—

**বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ।**
**তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥ ১৬ ॥**

## অনুভাষ্য

৯। যেরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঔদাসীন্যবশতঃ জরাসন্ধাদির বেদমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাও আসুর-ধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অণুচিদ্ধর্ম্ম বা চৈতন্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া জীবের যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা, উহাও উৎপাতময় আসুর-ধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবতা মাত্র।

১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বস্তু। যে-সকল লোক অজ্ঞতাবশতঃ নিজ নিজ ভোগময় জড়াসক্তির সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসমূহকে তুল্য মনে করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের অসুবিধা চিন্তা করিয়া শ্রীগৌরহরি স্বয়ং লোকচক্ষে যতিধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নির্ব্বোধ জনগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন।

১২। "জীব কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর"—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের এতাদৃশ দয়া উপলব্ধি করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যতই কেন জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিষয়িগণের আদরের বস্তু হউক না, নিশ্চয়ই অসুর অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তি-রহিত অবৈষ্ণব। কৃষ্ণভজন ত্যাগ করিয়া চৈতন্য-ভজনে শ্রীচৈতন্যের দয়া নাই—সেই ভজন কলিজাত কাল্পনিক। তদ্রূপ নিরীশ্বর স্মার্ত্ত বা পঞ্চোপাসক-সমাজের অনুগমনে ক্ষুদ্র নশ্বর স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিষ্ণুপূজা-প্রয়াসকারীর কৃষ্ণ-চৈতন্যাত্মক ষট্‌তত্ত্বের একটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটীর প্রতি শ্রদ্ধা বা পূজা, অথবা কৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুকে সামান্য মর্ত্ত্যজীবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে কৃষ্ণের সহিত ভেদবুদ্ধিতে গৌরনাম, গৌরমন্ত্র ও গৌরশক্তির প্রতি যে অশ্রদ্ধা, তাহাও আসুরধর্ম্ম অর্থাৎ তত্ত্ববিরুদ্ধ কলিজাত কল্পনামাত্র।

১৪-১৫। মানবগণ নিজ নিজ ভোগময়ী সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিবলে দয়ার এক একটী আদর্শ কল্পনা করেন ; পরন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেই প্রকার নহে।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬। দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পুরুষ যদিও বহুজন্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তথাপি কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না।

## অনুভাষ্য

তর্কশাস্ত্র পাঠ করিয়া মানবের ধারণা হয় যে, তর্কের তুল্য স্বরূপনির্দ্ধারণ ও সত্যোদ্‌ঘাটনে সামর্থ্যবিশিষ্ট অন্য কোন বৃত্তি নাই ; সুতরাং তর্কের হস্তে পড়িয়া জীবের তর্কই একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও পালকের স্থান অধিকার করে ; কিন্তু যে ভিত্তির উপর তর্ক প্রতিষ্ঠিত, তাহার সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে বুদ্ধিমান্ জীব জানিতে পারেন যে, তাঁহার লৌকিক জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ভগবদ্বিষয়ের অনুধাবন করিতে কত দুর্ব্বল, কতদূর অক্ষম ও অভাববিশিষ্ট! অনেকসময় সে অসত্যকেই তর্কসিদ্ধ সত্য বলিয়া স্থির করে মাত্র ; তজ্জন্য (পরিণামে) কুতর্কফলে তাহার শৃগালযোনি লাভ ঘটে।

তাহা সত্ত্বেও যাঁহারা প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানকেই ভিত্তি বা সম্বল করিয়া বিষয়ের যাথার্থ-নির্দ্ধারণে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকেও কবিরাজ গোস্বামী সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, বিচার-শক্তি আছে, যাঁহারা সর্ব্ববিধ দয়ার যাবতীয় চিত্র অনুভব করিয়াছেন বা দেখিবার সামর্থ্য ও সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলপ্রকার দয়ার তালিকা করিয়া শ্রীগৌরহরির দয়ার সহিত তুলনা করিলে জানিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরহরির দয়া কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারাবলীতে বা অবতারীর মধ্যেও (কৃষ্ণেও) নাই। উদার-বিগ্রহ গৌরহরির দয়া অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় ও চমৎকারিতা আনয়ন করে।

১৬। শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় না করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-

কৃষ্ণে প্রেমভক্তি—সুদুর্ল্লভা ঃ—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৩৬)-ধৃত তন্ত্রবচন—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ১৭ ॥

জীবের ভাব ও রতির পূর্ব্ব পর্য্যন্তই কৃষ্ণের মুক্তিপ্রদান,
রতি দেখিলে প্রেমভক্তিপ্রদান ঃ—

**কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া ।**
**কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥ ১৮ ॥**

কৃষ্ণের সহিত রস-সম্বন্ধ না হইলে মুক্তিমাত্র-লাভ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ১৯ ॥

কিন্তু উদারবিগ্রহ গৌরসুন্দরের আ-পামরে
প্রেমভক্তি প্রদান-লীলা ঃ—

**হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা ।**
**জগাই মাধাই পর্য্যন্ত—অন্যের কা কথা ॥ ২০ ॥**
**স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম—নিগূঢ়-ভাণ্ডার ।**
**বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥ ২১ ॥**

গৌর-নিতাইর সেবাতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় ঃ—

**অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয় ।**
**কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয় ॥ ২২ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদিপুণ্যদ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয় ; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া (শুদ্ধভক্তের দাস্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান) আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়।

১৮। ভক্তগণ যদি ভুক্তি-মুক্তি আশা করেন, কৃষ্ণ শুদ্ধভক্তি-তত্ত্বকে লুক্কায়িত রাখিয়া তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অবসর লাভ করেন। 'ছুটে'—ছাড়িয়া যান।

১৯। নারদ কহিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির! ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখনও পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়-বন্ধু, কুলপতি, কখনও বা কিঙ্করও হন। এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য যে, ভজনশীল লোকদিগকে মুকুন্দ সহজে 'মুক্তি' দান করেন ; কিন্তু ভজনে যাঁহার কোনপ্রকার নিষ্ঠাচাতুর্য্য আছে, তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে 'ভক্তিযোগ' দেন।

২১-২২। শ্রীচৈতন্য-অবতারের এই এক আশ্চর্য্য বিশেষ যে, যে কেহ তাঁহার নিকটস্থ হইবে, তাঁহাকে পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়াই নিগূঢ় প্রেমভাণ্ডার দিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। আরও দেখ, চৈতন্যচন্দ্র জগদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। অপরাধী হউক্ বা নিরপরাধই হউক্, হে গৌরাঙ্গ! হে কৃষ্ণচৈতন্য!' বলিয়া যে শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করে, কৃষ্ণপ্রেমের পুলকাশ্রুতে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

### অনুভাষ্য

কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে বহুজন্মেও তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষানুসারে যাঁহারা তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহ্যগুণবিশিষ্ট, স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান দিয়া কোনপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না, তাঁহারা দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন।

তাৎপর্য্য এই যে, জীব—কৃষ্ণসেবাবিমুখ। জড়েন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বা নশ্বর স্বার্থের সিদ্ধির নিমিত্ত জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশেষের সংজ্ঞা বা সাধারণ জড়ীয় অক্ষরের ন্যায় বাচক ও বাচ্যরূপ কৃষ্ণনাম ও নামি-কৃষ্ণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক আপনাকে শ্রীনামপ্রভুর নিত্যদাস না জানিয়া অসংখ্যবার অপরাধযুক্ত নামাদির উচ্চারণ করিলেও শুদ্ধ-সাধনভক্তি-লভ্য কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিতে পারিবে না। হঃ ভঃ বিঃ ১১শ বিঃ, ২৮৯ শ্লোক-ধৃত পাদ্মবচন—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা, শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্। তচ্চেদ্দেহদ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে, নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফল-জনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র।।' ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২য় লঃ—"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।"

১৭। জ্ঞানতঃ (স্বরূপজ্ঞানেন) [কর্ম্মবন্ধাৎ] মুক্তিঃ, যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ (যজ্ঞেশ্বর-সেবাজনিত-সৌভাগ্যেন) ভুক্তিঃ সুলভা চ। সাধনসাহস্রৈঃ (অন্যাভিলাষিতাযুক্তৈঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাবৃতৈঃ প্রচুর-সাধনৈঃ) সা ইয়ং হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা।

১৯। ঋষভদেবের চরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেবের বাক্য,—

হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ভবতাং (পাণ্ডবানাং) যদূনাং চ পতিঃ (অধীশ্বরঃ পালকঃ), গুরুঃ (উপদেষ্টা), দৈবং (উপাস্যবিগ্রহঃ), প্রিয়ঃ (আত্মা), কুলপতিঃ ; ক্ব চ (কদাচিৎ দৌত্যাদিষু) বঃ (যুষ্মাকং পাণ্ডবানাং) কিঙ্করঃ (আজ্ঞাবহঃ) চ। হে অঙ্গ, এবম্ অস্তু, [তথাপি স ভগবান্] ভজতাং (জনানাং,

**নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।**
**আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥ ২৩ ॥**

অপরাধ-সত্ত্বে মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণনামের উদয়াভাব ঃ—

**'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার ।**
**কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥ ২৪ ॥**

অপরাধীর পাষাণ-হৃদয়ে ভাব শুদ্ধ নহে, কৃত্রিম মাত্র ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত (২।৩।২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২৫॥

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪। নামাপরাধ—যথা, পাদ্মে—(১) সতাং নিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণুসকাশাৎ শিবনামাদেঃ স্বাতন্ত্র্যমননম্, (৩) গুর্ব্ববজ্ঞা, (৪) শ্রুতি-তদনুযায়িশাস্ত্রনিন্দা, (৫) হরিনাম-মহিম্নি অর্থবাদমাত্র-মেতদিতি মননম্, (৬) তত্র প্রকারান্তরেণার্থকল্পনম্, (৭) নামবলেন পাপপ্রবৃত্তিঃ, (৮) অন্যশুভক্রিয়াভির্নাম্নাং সাম্যমননম্, (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখে চ নামোপদেশঃ, (১০) শ্রুতেঽপি নাম্নাং মাহাত্ম্যে তত্রাপ্রীতির্হি। (বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনুভাষ্যে দেখ) এই দশটী অপরাধ থাকিলে কৃষ্ণ কৃপা করেন না। অপরাধী ব্যক্তির কৃষ্ণ-নামে প্রকৃত সাত্ত্বিক বিকারাদি হয় না।

### অনুভাষ্য

সকামভক্তেভ্য ইতি যাবৎ) মুক্তিং দদাতি, কর্হিচিৎ (কদাপি) [তেভ্যঃ] ভক্তিযোগং ন দদাতি স্ম।

২০। জগাই-মাধাইর ন্যায় পাপিষ্ঠ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিও গৌরকৃপা লাভ করিলে পাপ বা দুর্নীতি পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন-দিন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা লাভ করিবেন।

২৪। দশ-নামাপরাধ-সম্বন্ধে মূল-শ্লোক—(১) "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং বিতনুতে, যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্। (২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি-সকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।। (৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং (৫) তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্। (৭) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।। (৮) ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ।। (১০) শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ।।"

(১) সাধুবর্গের নিন্দা শ্রীনামের নিকট পরম অপরাধ বিস্তার করে ; যে-সকল নামপরায়ণ সাধু হইতে জগতে কৃষ্ণনাম-মহিমা প্রসিদ্ধি লাভ করেন (প্রচারিত হন), শ্রীনামপ্রভু সেইসকল সাধুগণের নিন্দা কি-প্রকারে সহ্য করিবেন? অতএব সাধুনিন্দা—

স্বপ্রকাশ নামপ্রভুর জিহ্বায় উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান ঃ—

**এক 'কৃষ্ণনামে' করে সর্ব্বপাপ নাশ ।**
**প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ ২৬ ॥**

শুদ্ধনামের ফল কৃষ্ণপ্রেমার লক্ষণ ঃ—

**প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার ।**
**স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার ॥ ২৭ ॥**
**অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন ।**
**এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥ ২৮ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৫। হরিনাম গ্রহণ করিলে যাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরময় অর্থাৎ কঠিন অপরাধদ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না।

২৬। প্রেমের উদয়কারী যে সাধনভক্তি, তাহা প্রকাশ করেন।

### অনুভাষ্য

নামাপরাধ, (২) এই সংসারে মঙ্গলময় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদিতে যে ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা পরস্পর ভেদ দর্শন করে, অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা নামী শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন,—এইরূপ বুদ্ধি করে ; অথবা, শিবাদি দেবতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র বা অভিন্ন দর্শন করে, তাহার সেই নামের ছলে নামাপরাধ নিশ্চয়ই অহিতকর, (৩) নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে প্রাকৃত ও মর্ত্ত্যবুদ্ধিমূলে অসূয়া, (৪) বেদ ও সাত্বত-পুরাণাদির নিন্দা, (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যকে অতি-স্তুতি, (৬) ভগবন্নাম-সমূহকে কল্পনা বলিয়া মনে করা নামাপরাধ, (৭) যাহার নামবলে পাপাচরণে বুদ্ধি হয়, বহু যম, বহু নিয়ম, ধ্যান ধারণাদি কৃত্রিম যোগ-প্রক্রিয়াদ্বারা সেই অপরাধীর নিশ্চয়ই শুদ্ধি হয় না, (৮) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি প্রাকৃত-শুভকর্ম্মের সহিত অপ্রাকৃত নাম-গ্রহণকে সমান বা তুল্য জ্ঞান করাও অনবধান বা প্রমাদ,—উহাও নামাপরাধ, (৯) শ্রদ্ধাহীন বা নামশ্রবণে বিমুখ ব্যক্তিকে যে উপদেশ দান, তাহা মঙ্গলময় শ্রীনামের নিকট অপরাধ ; (১০) যে ব্যক্তি নামের অদ্ভুত মাহাত্ম্য শুনিয়াও 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণ-শ্রবণে প্রীতি বা আদর প্রদর্শন করে না, সেও নামাপরাধী।

২৫। শ্রীসূতমুখে শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ শ্রবণ করিতে করিতে ঋষিগণ আরও অধিক শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া হরিকথাশ্রবণ-বিমুখ জনগণের গর্হণ-প্রসঙ্গে শ্রীসূতের প্রতি শৌনক-বাক্য,—

নামাপরাধীর অসংখ্যবার শ্রবণ-কীর্ত্তন নিরর্থক ঃ—

**হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ।**
**তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥ ২৯ ॥**
**তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর ।**
**কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥ ৩০ ॥**

গৌর-নিতাই বা তাঁহাদের নামে অপরাধের বিচার নাই ঃ—

**চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার ।**
**নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥ ৩১ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১। যদি কেহ চৈতন্য-নিত্যানন্দকে শ্রদ্ধা করিয়া আশ্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার ক্ষণকালেই পূর্ব্বাপরাধসকল মার্জ্জিত হয় এবং তাঁহার মুখে কৃষ্ণনামের উদয় হইতে হইতেই তিনি প্রেম দেন।

### অনুভাষ্য

যৎ হৃদয়ং গৃহ্যমাণৈঃ (কীর্ত্ত্যমানৈরপি) হরিনামধেয়ৈঃ ন বিক্রিয়েত, বত (অহো!) তৎ ইদং হৃদয়ং অশ্মসারং (নামাপরাধবশাৎ অশ্মবৎ পাষাণখণ্ডতুল্যঃ সারো যস্য তৎ, কঠিনমেব)। অথ যদা বিকারো ভবতি, [তদা] নেত্রে জলং (অশ্রু) গাত্ররুহেষু হর্ষঃ (রোমাঞ্চঃ) ভবতি। (অতিগম্ভীরাণাং মহাভাগবতানাং হরিনামভিঃ চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদীনাম্ অদর্শনাৎ কৃত্রিমাভ্যাসানুকারপরাণাং পিচ্ছিলচিত্তানাং জড়ীয়-প্রতিষ্ঠাভিলাষিণাং সত্ত্বাভাসাদ্যভাবেঽপি বহিঃ কপটাশ্রুপুলকদয়ো দৃশ্যন্তে। অতএব বহুনামগ্রহণেঽপি কনিষ্ঠাধিকারিণাং বিষয়ভোগপ্রবণত্বাৎ কৃত্রিমচিত্তদ্রবভাবো নামাপরাধ-লিঙ্গমেবেতি সন্দর্ভঃ)।

শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়-ভাষ্যে শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-টীকা, তথ্য ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

৩১। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত জন "তৃণাদপি" শ্লোকানুসারে নিষ্কপট হইয়া শুদ্ধনামগ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাত হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম-ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না। গৌর-নিত্যানন্দের নামগ্রহণকারী অপরাধী থাকাকালেও নাম করিতে করিতে অপরাধমোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে,—গৌরনিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন। আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করে না। গৌর-নিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্যবস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয় ; কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগের স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান। তাহাতেই জীবের স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম,—উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ উদার এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা—কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতজনগণের উপর ; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন।

৩২। 'শ্রীচৈতন্যভজন' বলিতে কৃষ্ণ ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণেতর গৌর-ভজন বুঝায় না। তাদৃশ কল্পিত ভজনরূপ মায়ার দাস্যে কৃষ্ণপ্রেম-মাধুর্য্যের অবস্থিতি নাই। শ্রীচৈতন্যের অতিপ্রিয় নিজজন শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথাদি-আচার্য্যগণকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কাল্পনিক চেষ্টাদ্বারা গৌরভজন হইল, মনে করে, তাহাদের কখনই নিস্তার হয় না। তাহাদের মায়াকল্পিত দৌরাত্ম্যগুলি রাধাকৃষ্ণাভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-কলেবরে নিযুক্ত হইলে মহাপরাধ ও তৎ-

মহাবদান্য গৌরের ভজন ব্যতীত আর গতি নাই ঃ—

**স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ।**
**তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ ৩২ ॥**

ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত-শ্রবণেই জীবের চরম মঙ্গল ঃ—

**ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল ।**
**চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥ ৩৩ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৩। চৈতন্যমঙ্গল—বর্দ্ধমান জেলায়, মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত দেনুড় গ্রামনিবাসী শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্য-ভাগবত'। ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বে 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম ছিল। লোচনদাস ঠাকুর নিজকৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গান আরম্ভ করিলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নিজ গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

### অনুভাষ্য

**কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ।**
**চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস ॥ ৩৪ ॥**
**বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল' ।**
**যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব-অমঙ্গল ॥ ৩৫ ॥**

চৈতন্যভাগবত—গৌর-নিতাই-মহিমা ও ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি ঃ—

**চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ।**
**যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা ॥ ৩৬ ॥**
**ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার ।**
**লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥ ৩৭ ॥**

চৈতন্যভাগবত-শ্রবণে দুর্জ্জনেরও সজ্জনত্ব ঃ—

**চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন ।**
**সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥ ৩৮ ॥**

উহার অলৌকিক রচনা ঃ—

**মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।**
**বৃন্দাবন-দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥ ৩৯ ॥**

একটী গ্রন্থদ্বারাই জগদুদ্ধার ঃ—

**বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার ।**
**ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥ ৪০ ॥**

প্রভুর কৃপাপাত্রী নারায়ণীর সুত—শ্রীবৃন্দাবনদাস ঃ—

**নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ।**
**তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥ ৪১ ॥**

গৌরচরিত্র-বর্ণনদ্বারা তাঁহার জগদুদ্ধার ঃ—

**তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন ।**
**যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥ ৪২ ॥**

নিতাই-গৌর-ভজনেই মঙ্গল, জীবকে তজ্জন্য অনুরোধ ঃ—

**অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।**
**খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥ ৪৩ ॥**

ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রথমে সূত্রাকারে, পরে বিস্তৃতভাবে গৌরলীলা-বর্ণন ঃ—

**বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল' ।**
**তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥ ৪৪ ॥**
**সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন ।**
**পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥ ৪৫ ॥**
**চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ।**
**বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥ ৪৬ ॥**

কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে সূত্রের বিস্তারে অনিচ্ছা ঃ—

**বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ।**
**সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥**

নিতাইর লীলা-বর্ণনে আবেশ হওয়ায় গৌরের শেষলীলার অসম্পূর্ণ বর্ণনা ঃ—

**নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ ।**
**চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥ ৪৮ ॥**

গৌরের শেষলীলা শুনিতে বৃন্দাবনবাসীর ইচ্ছা ঃ—

**সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ ।**
**বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৪৯ ॥**

কল্পবৃক্ষতলে রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দের সেবা-বর্ণন ঃ—

**বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন ।**
**মহা-যোগপীঠ তাঁহা, রত্ন-সিংহাসন ॥ ৫০ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪১। নারায়ণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। তিনি শিশু-কালে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনান্তে ভোজন-উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত হইতেন।

## অনুভাষ্য

ফলে নরকগতি দ্রুত বাড়িয়া যায়। তখন তাহারা রাধাকৃষ্ণ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণের দোষোদ্ঘাটন করিতে গিয়া শ্রীরূপাদি আচার্য্য-চরণে অপরাধ করে এবং প্রকাশ করে যে,—শ্রীগৌরাঙ্গকে তাহারা মুখে 'অবতারী' বলিয়া অন্যান্য নৈমিত্তিক-মনোধর্ম্ম প্রচারকের ন্যায় কেবল একজন সাধু বলিয়া মনে করে।

৩৪। শ্রীবৃন্দাবনদাস—ভাষ্যকার-সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ভূমিকায় "ঠাকুরের জীবনী" দ্রষ্টব্য।

৩৬। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিসিদ্ধান্তের আকর-গ্রন্থ, কিন্তু উহা সুবিস্তৃত বলিয়া তাহার সারাংশ অনেকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর সেই সারাংশ স্ব-রচিত 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তবিদ্গণই

## অনুভাষ্য

শ্রীনিতাই-গৌরের মহিমা সুষ্ঠুরূপে জানিতে সমর্থ। ভক্তিসিদ্ধান্ত ব্যতীত যে ভক্তিদেবী সেবিত হইতে পারেন না, ইহাই সকল ভক্তিগ্রন্থ তারস্বরে বলিয়াছেন।

৪১। শ্রীনারায়ণীদেবী সম্বন্ধে শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন,—"অম্বিকায়াঃ স্বসা যাসীন্নাম্না শ্রীল-কিলিম্বিকা। কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণী মতা।।" শ্রীকৃষ্ণের স্তন্যদাত্রী—'অম্বিকা", তাঁহার ভগিনী—'কিলিম্বিকা'। তিনি কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতেন। ইনিই শ্রীগৌরাবতারে 'নারায়ণী দেবী'।

শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর গর্ভজাত সন্তানই ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন। জননী-ঠাকুরাণী শ্রীগৌরসুন্দরের বিঘসাশী বা কৃপাপাত্রী। তাঁহার পরিচয়েই ঠাকুর মহাশয় পরিচিত, সুতরাং পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় বৈষ্ণবের পরিচয়ে আবশ্যক নহে বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

**তাতে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন ।**
**'শ্রীগোবিন্দ-দেব' নাম সাক্ষাৎ মদন ॥ ৫১ ॥**
**রাজসেবা হয় তাঁহা বিচিত্র প্রকার ।**
**দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র, অলঙ্কার ॥ ৫২ ॥**
**সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ ।**
**সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥ ৫৩ ॥**

তাঁহার সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিতের সদ্‌গুণ বর্ণন ঃ—

**সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস ।**
**তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥ ৫৪ ॥**
**সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর ।**
**মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥ ৫৫ ॥**
**সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত ।**
**কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥ ৫৬ ॥**
**কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ ।**
**সে-সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥ ৫৭ ॥**

শ্রীমদ্ভাগবত (৫।১৮।২২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫৮ ॥

পণ্ডিত হরিদাসের পরিচয় ও গুরুপরম্পরা ঃ—

**পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য ।**
**কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য ॥ ৫৯ ॥**
**তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ ।**
**তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহো—পণ্ডিত হরিদাস ॥ ৬০ ॥**

তাঁহার নিতাই-গৌরে অনুরাগ ঃ—

**চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস ।**
**চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥ ৬১ ॥**

বৈষ্ণবে গাঢ় প্রীতি ঃ—

**বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ ।**
**কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥ ৬২ ॥**

বৈষ্ণবসভায় তাঁহার চৈতন্যভাগবত পাঠ ঃ—

**নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল' ।**
**তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥ ৬৩ ॥**
**কথায় সভা উজ্জ্বল করে, যেন পূর্ণচন্দ্র ।**
**নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥ ৬৪ ॥**

গ্রন্থকারকে গৌরের শেষলীলা বর্ণিতে আদেশ ঃ—

**তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিল মোরে ।**
**গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥ ৬৫ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। কৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশটী। "অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ" ইত্যাদি (ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ ১ল) ঐ পঞ্চাশৎগুণ বর্ণিত আছে।

## অনুভাষ্য

৫৪। পণ্ডিত শ্রীহরিদাস—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীঅনন্তাচার্য্যই ইঁহার শ্রীগুরুদেব। পরবর্ত্তী ৫৯-৬৫ সংখ্যা ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৫৮। পরমভক্ত প্রহ্লাদের গুণ বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—

যস্য (ভক্তস্য) ভগবতি (শ্রীবিষ্ণৌ) অকিঞ্চনা (নিষ্কামা) ভক্তিঃ (আনুকূল্যেন সেবনপ্রবৃত্তিঃ) অস্তি (বিদ্যতে), তত্র (তস্মিন্ ভক্তে) সুরাঃ (সর্ব্বে দেবাঃ) সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ (নিখিল-সদ্‌গুণ-রাশিভিঃ সহ) সমাসতে (সম্যগ্ আসতে নিত্যং বসন্তি)। অসতি (অনিত্য বিষয়সুখে) মনোরথেন (মনোধর্ম্মেণ) বহিঃ ধাবতঃ (ভোগ-প্রবৃত্তস্য) হরৌ অভক্তস্য (অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগপন্থিনঃ, অতঃ গৃহাদ্যাসক্তস্য জনস্য হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ) কুতঃ মহদ্‌গুণাঃ (মহতাং গুণাঃ জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ, শ্রেষ্ঠসদ্‌গুণরাশয়ঃ বা ভবন্তি ইতি শেষঃ)।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা ভক্তি, সমস্তগুণসহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়, তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণ-সকল অসম্ভব।

৫৯। পণ্ডিত গোসাঞি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

## অনুভাষ্য

৫৯-৬০। অষ্টসখীর অন্যতমা 'সুদেবী সখী' গৌরাবতারে (১) শ্রীঅনন্তাচার্য্য ; যথা, গৌরগণোদ্দেশে ১৬৫ শ্লোক—"অনন্তাচার্য্য-গোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে।" শ্রীপুরুষোত্তমের প্রসিদ্ধ 'গঙ্গামাতা মঠ'—ইঁহারই শাখাবিশেষ। তাঁহাদের গুরুপরম্পরায় ইনি 'বিনোদ-মঞ্জরী' বলিয়া উক্ত আছেন। (২) ইঁহার শিষ্য শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামী, নামান্তর, 'শ্রীরঘু গোপাল'—শ্রীরাসমঞ্জরী। তাঁহার শিষ্যা—(৩) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া (গঙ্গামাতার মাতুলানী)। (৪) শ্রীগঙ্গামাতা—পুটিয়া রাজকন্যা; ইনি জয়পুরের কৃষ্ণমিশ্রের নিকট হইতে 'শ্রীরসিকরায়' বিগ্রহ আনিয়া পুরুষোত্তমে সার্ব্বভৌমের গৃহে তাঁহার সেবা প্রকাশ করেন। (৫) শ্রীবনমালী, (৬) শ্রীভগবান্‌দাস (বঙ্গবাসী), (৭) শ্রীমধুসূদনদাস (উৎকলবাসী), (৮) শ্রীনীলাম্বরদাস, (৯)

ঐরূপ আদেশকারী অপর ভক্তগণের পরিচয় ঃ—

**কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞি।**
**গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি ॥ ৬৬ ॥**
**যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।**
**চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥ ৬৭ ॥**
**পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞি।**
**গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥ ৬৮ ॥**
**তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।**
**মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥ ৬৯ ॥**
**আচার্য্য গোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।**
**নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ ॥ ৭০ ॥**
**আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।**
**শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥ ৭১ ॥**
**মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া।**
**তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥ ৭২ ॥**

বৈষ্ণবাদেশে সসম্ভ্রমে শ্রীমদনগোপালের আজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

**বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।**
**মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥ ৭৩ ॥**

অর্চ্চক গোসাঞিদাসদ্বারা যাচ্ঞা করিতেই সর্ব্ববৈষ্ণবসম্মুখে মদনগোপালের আজ্ঞা-মালা পতন ঃ—

**দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।**
**গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন ॥ ৭৪ ॥**
**প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।**
**প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥ ৭৫ ॥**
**সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।**
**গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল ॥ ৭৬ ॥**

আজ্ঞা-মালা লাভেই এই গ্রন্থ-লেখায় প্রবৃত্তি ঃ—

**আজ্ঞামালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।**
**তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥ ৭৭ ॥**

গ্রন্থরচনায় মদনমোহনেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব বা প্রেরণা ঃ—

**এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন'।**
**আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥ ৭৮ ॥**
**সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লিখায়।**
**কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥ ৭৯ ॥**
**কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন।**
**যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সনাতন ॥ ৮০ ॥**

গ্রন্থকারের ঠাকুর বৃন্দাবনদাসকে বৈষ্ণবোচিত গুরুবুদ্ধি ও প্রণতি ঃ—

**বৃন্দাবন-দাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।**
**তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥ ৮১ ॥**
**চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন-দাস।**
**তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥ ৮২ ॥**

গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি ঃ—

**মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।**
**বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥ ৮৩ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।**
**যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিতসকল ॥ ৮৪ ॥**

---

### অনুভাষ্য

শ্রীনরোত্তমদাস, (১০) শ্রীপীতাম্বরদাস, (১১) শ্রীমাধবদাস, (১২) ইহার শিষ্য বর্ত্তমানকালে গঙ্গামাতা মঠের মহান্ত।

৬৬। শ্রীকাশীশ্বর (পণ্ডিত) গোস্বামী—শ্রীঈশ্বরপুরীর শিষ্য; কাঞ্জিলাল কানুবংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্রীয় বাসুদেব ভট্টাচার্য্যের পুত্র। উপাধি—চৌধুরী। ইঁহার ভাগিনেয়—বল্লভপুরের শ্রীরুদ্র-পণ্ডিত (১০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে চাতরা-গ্রামে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহ আছেন। ইনি খুব বলবান্ ছিলেন—প্রত্যহ জগন্নাথ-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনকালে ইঁনি অগ্রবর্ত্তী হইয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া পথ সুগম করিয়া দিতেন (আদি ১০ম পঃ ১৩৮-১৪২; মধ্য, ১২শ পঃ ২০৭; ১৩শ পঃ ৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। পুরুষোত্তমে ইনি ভক্তগণের কীর্ত্তনান্তে প্রসাদ পরিবেশন করিতেন। মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার মিলন-প্রসঙ্গ—মধ্য, ১০ম পঃ ১৩৪, ১৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৮। আমি যে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিলাম, তাহা শ্রীমদন-মোহনের প্রেরণাক্রমে ; অতএব শুকপক্ষি-পাঠের ন্যায় আমার নিজের কোন মাহাত্ম্য নাই।

ইতি অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

---

### অনুভাষ্য

বর্ত্তমান সেবাধ্যক্ষ—শ্রীশিবচন্দ্র চৌধুরী, ইনি কাশীশ্বর গোস্বামি-প্রভুর ভ্রাতৃবংশীয়। এই স্থানে সেবার জন্য প্রত্যহ ৯ সের চাউলের বন্দোবস্ত আছে। গ্রামের সন্নিকটেই পূর্ব্বকাল হইতে শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সম্পত্তির বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবংশীয়গণ সেই সকল সম্পত্তি রাজদ্বারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। সেবার বন্দোবস্ত এখন ভাল নাই। শ্রীগৌর-

**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৮৫ ॥**

### অনুভাষ্য

গণোদ্দেশে ( ১৩৭ ও ১৬৬ শ্লোকে )—বৃন্দাবনে যিনি কৃষ্ণ-ভৃত্য 'ভৃঙ্গার', অথবা যিনি 'শশিরেখা', তিনিই গৌরাবতারে কাশীশ্বর (?)।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টম-পরিচ্ছেদঃ।

### অনুভাষ্য

৬৯। ভূগর্ভের (আদি ১২শ পঃ ৮১) শিষ্য—চৈতন্যদাস, মুকুন্দদাস ও কৃষ্ণদাস। শিবানন্দ—আদি ১২শ পঃ ৮৭ সংখ্যা।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টম পরিচ্ছেদ।

---

# নবম পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—নবম পরিচ্ছেদে ভক্তিকে তরুরূপে বর্ণন করত একটী রহস্যের উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গকে মূল-বৃক্ষ করিয়া ভক্তিতরুর মালাকার ও তৎফলের দাতা-ভোক্তা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনবদ্বীপধামে ঐ ফলবৃক্ষ-রোপণের আরম্ভ, পরে পুরুষোত্তম, বৃন্দাবন ইত্যাদি অন্য স্থানে ঐরূপ প্রেমফলোদ্যান বাড়ান হইয়াছিল। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ঐ বৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর ; তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী ঐ অঙ্কুর পুষ্ট করিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মালী হইয়া আবার নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ। পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসী ঐ বৃক্ষের মূল। মূল-স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দরূপ আরও দুই স্কন্ধ হইল। সেই স্কন্ধদ্বয় হইতে নানাপ্রকার শাখা-উপশাখাগণ বাহির হইয়া জগৎকে বেষ্টন করিল। এই বৃক্ষের প্রেমফল সর্ব্বত্র যাহাকে তাহাকে দান করা হইল। এইপ্রকার ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার ফলাস্বাদনদ্বারা জগৎকে মাতাল করিলেন। এই বর্ণনটী রূপক। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌর-কৃপায় অসম্ভব সম্ভব ঃ—

**তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।**
**যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥ ১ ॥**
**জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।**
**জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥ ২ ॥**
**জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।**
**সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি হেতু যাঁহার স্মরণ ॥ ৩ ॥**
**শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।**
**শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥ ৪ ॥**
**এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ।**
**জানি বা না জানি, করি আপন-শোধন ॥ ৫ ॥**

মালাকার—মহাপ্রভু স্বয়ং ঃ—

**মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।**
**দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥**

মালাকার হইবার কারণ—অভিধেয়াধিদেবত্বের সার্থকতা ঃ—

**প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি।**
**নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥ ৭ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্র সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

৫। আপন-শোধন—নিজের শুদ্ধির জন্য।

৬। শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি।

### অনুভাষ্য

১। যস্য (চৈতন্যদেবস্য) অনুকম্পয়া (প্রসাদেন) শ্বা (কুক্কুরঃ) অপি মহাব্ধিং (মহাসমুদ্রং) সুখং সন্তরেৎ (সন্তরণেন তৎপারং গচ্ছেৎ), তং জগদ্গুরুং (সর্ব্বজগতাং গুরুং পূজ্যং) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবম্ [অহং] বন্দে।

৬। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) স্বয়ং মালাকারঃ (উদ্যানরক্ষকঃ) স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরুঃ (কৃষ্ণস্য প্রেমৈব অমরতরুঃ অবিনাশী বৃক্ষঃ) তৎফলানাং (কল্পবৃক্ষস্য প্রেমফলানাং) দাতা, ভোক্তা চ, [স্বয়ম্ এব] তং চৈতন্যম্ [অহম্] আশ্রয়ে (প্রপদ্যে)।